কৃত্তিবাস-এর অনূদিত কাব্যটির জনপ্রিয়তার কারণ আলোচনা করো

কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' বা 'শ্রীরাম পাঁচালি' বাঙালির পরম আদরের কাব্যগ্রন্থ। এর জনপ্রিয়তার কারণগুলি হল-

- কৃত্তিবাস তাঁর কাব্যে বাল্মীকি রামায়ণ'-এর কাহিনিকে হুবহু অনুসরণ করেননি। তিনি 'রামায়ণ'-এর মূল কাহিনির সঙ্গে অন্য কয়েকটি কাহিনিও যুক্ত করেছেন, যেগুলি একেবারে বাঙালি-মানসিকতার প্রতিফলন।
- কৃত্তিবাসের কাব্যে সংস্কৃত রামায়ণ'-এর ক্ষত্রিয় বীর রামচন্দ্র হয়ে উঠেছেন ভক্তের ভগবান; সীতা পরিণত হয়েছেন সহনশীলা বাঙালি গৃহিণীতে। এই কাব্যে ভরত ও লক্ষ্মণের মধ্যে অনুগত বাঙালি ভাইকে খুঁজে পাওয়া যায়; আর মহাশক্তিশালী হনুমান যেন প্রভুভক্ত পুরাতন ভৃত্য রই প্রতিরূপ। কৃত্তিবাসী রামায়ণের চরিত্রগুলির মধ্যে বাঙালির স্বভাববৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে বলেই এগুলি এত জনপ্রিয় হতে পেরেছে।
- নারকেল, সুপারি, কাক, কাদাখোঁচা পাখি, সারস প্রভৃতি পল্লিবাংলার প্রকৃতিগত উপাদান যেমন কৃত্তিবাসের রামায়ণে আছে, তেমনই আছে বাঙালির সমাজজীবনের নানা অন্তরঙ্গ ছবি।
- ভক্তিবাদ এবং করুণরস প্রবণতার জন্যই কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙালির কাছে আরও বেশি গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে।
- কৃত্তিবাস সাধারণ মানুষের আস্বাদনের উপযাোগী করে পাঁচালির ঢঙে রামায়ণ কথা পরিবেশন করেছিলেন। তাই বাঙালি জনসাধারণ সহজেই কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ-এর কাহিনির রসাস্বাদন করতে পেরেছে।

কৃত্তিবাসের কাব্যে বাঙালি জীবনের যে ছবি প্রকাশ পেয়েছে তার বিবরণ দাও

বাল্মীকির রামায়ণ-এর অনুসরণে কৃত্তিবাস তার শ্রীরাম পাঁচালি' রচনা করলেও কাহিনি, চরিত্র, পরিবেশ বর্ণনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে খুব স্পষ্টভাবেই বাঙালিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়।

কৃত্তিবাসের এই কাব্যে সেকালের খাদ্যাভ্যাস, বেশভূষা, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন— গুহকের কুটিরে ভরতকে দই, দুধ, নারকেল, আম, কলা প্রভৃতি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। এ ছাড়া এই কাব্যের বিভিন্ন অংশে গুড়পিঠে, তালবড়া, ছানাবড়া, নারকেল-পুলি, পায়েস, পিঠে প্রভৃতি বাঙালি-খাবারের যথেষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। উত্তরকাণ্ডে সীতাদেবী লক্ষ্মণকে নিজের হাতে রান্না করে যা খেতে দিয়েছিলেন, তা তাে বাঙালির খাদ্যাভ্যাসেরই প্রকাশ।

সন্তানজন্মের পর পঞ্চম দিনে পাঁচুটি', ষষ্ঠ দিনে ষষ্ঠীপূজা', অষ্টম দিনে অষ্টকলাই, ছয় মাসে 'অন্নপ্রাশন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের বিবরণ একান্তভাবেই বাঙালি জীবনের পরিচয়বাহী। কৃত্তিবাসী রামায়ণ-এর রামচন্দ্র বাল্মীকি 'রামায়ণ'-এর ক্ষত্রিয় বীর অপেক্ষা অনেক বেশি বাঙালি সন্তান ; ভরত, লক্ষ্মণ-এর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে বাঙালি ভাইয়ের ধর্ম, সীতাকে মনে হয় এক অভাগিনি বাঙালি গৃহবধূ। বাঙালির ভ্রাতৃপ্রেম, পতিপরায়ণতা, পিতৃভক্তি, সেবাপরায়ণতার সঙ্গে আলস্য, কলহপ্রিয়তা, ভাোগবিলাস প্রভৃতিও এখানে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণিত হয়েছে। ফলে, সবদিক বিচার করে খুব সহজেই বলা যায় যে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বাঙালিয়ানায় ভরপুর এই কাব্যটি একসময় বাঙালির ঘরে ঘরে স্থান পেত।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস: সুকুমার সেন

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস: ডঃ দেবেশ কুমার আচার্য্য

কৃষ্ণকলি বসাক
স্যাক্ট বাংলা।